ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 065 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬৫ ● কলকাতা ● ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৯ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হুমকির মুখে সম্পাদক, প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

প্রাণনাশের আশঙ্কা জানিয়ে একাধিক অভিযোগ, তদন্তের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার হেদিয়া গ্রামে এক সংবাদপত্রের সম্পাদককে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল। স্থানীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার-এর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মানসিক ও শারীরিক চাপে রাখা হচ্ছে। এমনকি তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সম্পাদকের অভিযোগ, একদল সমাজবিরোধী ও প্রভাবশালী মহল একজোট হয়ে তাঁকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে। প্রতিদিন হুমকি, গালিগালাজ, ভয় দেখানো—এসব যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের বৃদ্ধ বাবা-মা-সহ সকলেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সম্পাদকের আশঙ্কা, লাগাতার মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে অসুস্থ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

অভিযোগের তীর মূলত কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির দিকে। সম্পাদকের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং অপরাধ জগতের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চলছে। অভিযোগ উঠেছে, মাছচাষ নির্ভর তাঁর পরিবারের জীবিকায়ও আঘাত করা হয়েছে—পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মেরে দেওয়া, মাছ লুট, বোমাবাজি—এসব ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পিছনে এক প্রভাবশালী চক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্পাদক

দাবি করেছেন, তাঁকে খুন করার জন্য পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে—কখনও বিষ প্রয়োগ, কখনও গাড়ি দুর্ঘটনার ছক। এমন অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। সম্পাদকের দাবি, একাধিকবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কার্যত কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পুলিশ তদন্তের কথা বললেও বাস্তবে কোনও ফল পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। এর ফলে এলাকায় প্রশ্ন উঠছে—প্রশাসন কি রাজনৈতিক চাপের কাছে নত হয়েছে?

ঘটনায় আরও গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। সম্পাদকের বক্তব্য, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নকল নথি তৈরি করা হয়েছে। এমনকি এক মহিলার নামে ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করে তা ব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের রাতে সম্পাদকের জ্যাঠার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। পরিবারের দাবি, সেই ঘটনার সঙ্গেও স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধী জড়িত থাকতে পারে। যদিও বিষয়টি এখনও রহস্যে ঘেরা।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে, দুখিরাম সরদারের নামে নকল মৃত্যুসনদ দেখিয়ে পৈতৃক জমির মালিকানা বদলানোর চেষ্টা হয়েছে। সেই নথি নাকি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে জমা পড়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট দফতর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার জেরে এলাকায় প্রশ্ন উঠছে—একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, "আজ যদি বেঁচে থাকতেন বিশিষ্ট সাংবাদিক Barun Sengupta, তিনি হয়তো ভাবতেই পারতেন না যে একজন সম্পাদকের কণ্ঠরোধ করতে এতটা নিচে নামা সম্ভব।"

এখন দেখার বিষয়—অভিযোগের পাহাড়ের সামনে প্রশাসন কবে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়।

পর্ব 224

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যতক্ষণ শ্রদ্ধা হবে না, ততক্ষণ আত্মীয়তা হবে না আর যে পর্যন্ত আত্মীয়তা না হবে, শ্রদ্ধা আসবে না। এইসব একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। আত্মীয়তা হওয়ার পরই গুরুর কথা সেই অর্থে বোঝা যেতে পারে, যে অর্থে গুরু বলছেন। **ক্রমশঃ**

গৃহবধূদের উদ্যোগে পালিত নারী দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহাসমারোহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালদিতে রবিবার তিনশোর বেশি বিভিন্ন বয়সের কিশোরী, যুবতী, মহিলা শাঁক বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করেন। পরে একটিমুক্ত মঞ্চে বার্ষিক সভা আয়োজিত হয়। তালদি মহিলা সমিতির ডাকা এই পথসভা এবং সম্মেলনে এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভানেত্রী রূপালী মন্ডল বলেন, 'মহিলাদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার দিন এসেছে। বিভিন্ন বয়সের সকল মহিলাদের একত্রিত হওয়ার দিন এসেছে। অধিকার কেউ দেয় না, নিজের অধিকার নিজেদের কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে হবে।'

দ্রৌপদীকে নিয়ে 'মহাযুদ্ধে' মোদির হয়ে আসরে নামলেন 'বিজেপি বান্ধব' মায়াবতী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় এখন বিধানসভা নির্বাচনের মরশুম। তার মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বলে অভিযোগ। আর তাই এই ইস্যুতে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বাংলায় এলেও তাঁকে স্বাগত জানাতে যেতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী।এছাড়া বাংলার আদিবাসী ও দলিতদের জন্য যে উন্নয়ন করা হয়েছে সেটা নিয়ে তৈরি নথিও এবার রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মায়াবতী রাজনীতিতে দলিত নেত্রী হিসাবেই পরিচিত। তাই তাঁর হঠাৎ এমন আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন শাসক বা বিরোধী কোনও জোটেরই শরিক নন

মায়াবতী। তবে যেভাবে মায়াবতী সাংবিধানিক পদের রাজনীতিকরণ নিয়ে সরব হলেন সেটাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই দেখা হচ্ছে।এই ইস্যুতে বিজেপি রে রে করে নেমে পড়েছে রাষ্ট্রপতির অপমান হয়েছে ধোঁয়া তুলে। আর তাতেই পোঁ ধরে বিজেপিকে ইন্ধন দিতে মুখ খুললেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) নেত্রী তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। আজ, রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি একদিকে যেমন রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে রাজনীতি না করার বার্তা দিয়েছেন আবার অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে মায়াবতীর রাজনৈতিক কেরিয়ার এখন সেভাবে জাতীয় রাজনীতিতে নেই। তাই বিজেপিকে ধরে প্রাসঙ্গিক হওয়ার কৌশল নিলেন মায়াবতী বলে মনে করছেন অনেকে। সোশ্যাল

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের আগে নয়াগ্রামে কড়া নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের রুট মার্চ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম জেলায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। স্পর্শকাতর ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে টহলদারি চালানো হচ্ছে। রবিবার নয়াগ্রাম থানার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ রুট মার্চ হয়। এদিন নয়াগ্রাম থানা এলাকার রাইপড়িয়া, মলম, কুড়চিবনী ও নিমাইনগর সহ একাধিক গ্রামে পদযাত্রা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। রুট মার্চে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ এবং নয়াগ্রাম থানার আইসি সুজয় লায়েক সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। রুট মার্চ চলাকালীন পুলিশ আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কোথাও কোনো সমস্যা বা উত্তেজনার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং গুজবে কান না দেওয়ার জন্য

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভোটের আগে নয়াগ্রামে কড়া নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের রুট মার্চ

সচেতন করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহল ও রুট মার্চ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় একাধিক নাকা চেকিং পয়েন্টে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় বৈঠকও হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

(২ পাতার পর)

দ্রৌপদীকে নিয়ে 'মহাযুদ্ধে' মোদির হয়ে আসরে নামলেন 'বিজেপি বান্ধব' মায়াবতী

মিডিয়ায় মায়াবতী লিখেছেন, 'ভারতের সংবিধানের আদর্শ এবং নৈতিকতা মেনে প্রত্যেকের রাষ্ট্রপতির পদকে সম্মান জানানো উচিত এবং প্রোটোকল মেনে চলা উচিত। এই পদের রাজনীতিকরণ করা উচিত নয়। এখন দেশের প্রেসিডেন্ট শুধু একজন মহিলাই নন, তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সফর নিয়ে যা হয়েছে, সেটা না হওয়াই ভাল ছিল। এটা খুবই দুঃখজনক।'

অন্যদিকে এতদিন কোনও ইস্যুতেই মায়াবতীর দরদ উথলে ওঠেনি। হঠাৎ গোটা বিষয়টি খোঁজ না নিয়ে মন্তব্য করে দিলেন মায়াবতী। রাষ্ট্রপতির যে অনুষ্ঠান ছিল তাতে রাজ্য সরকার যুক্ত ছিল না। এমনকী এমন একটা অনুষ্ঠান আছে সেটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোও হয়নি। এমনই দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে রাষ্ট্রপতি পদের কথার পাশাপাশি লোকসভার স্পিকারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মায়াবতী। বিএসপি নেত্রী তাই লিখেছেন, 'গত কয়েক মাস ধরে সংসদের স্পিকার পদের রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। এটাও ঠিক নয়। যদি সবাই দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন, তা হলে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবেন।'

ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে SIR নিয়ে মোদিকে তুলোধোনা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন! বড় হনু হয়ে গেছেন! প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন মিস্টার ভ্যানিশ কুমার।' মমতার সাফ কথা, 'মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না।' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেই দাবি করলেন তিনি।সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির বঙ্গসফর নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। সেপ্রসঙ্গে মমতা বলেন, "রাষ্ট্রপতি যেদিন এলেন সেদিন রাজ্যপালের যাওয়ার কথা ছিল তাঁকে রিসিভ করতে। আমি জানি, এটাই ঠিক ছিল। সেখানে ওনাকে ভয় দেখিয়ে দিল্লি নিয়ে গিয়ে পদত্যাগ করানো হল।" কেন পদত্যাগ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "কাজের

এরপর ৪ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির অপমান এবং সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রতি অসম্মানের নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রপতি জি-র প্রতি অসম্মান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রতি অসম্মানজনক আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, এই ঘটনাটি লজ্জাজনক ও অভূতপূর্ব, আর গণতন্ত্র এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী সকলেই এই ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি জি, যিনি নিজেও একটি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ; যে বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন, তা ভারতের জনগণের মনে প্রচণ্ড দুঃখের সৃষ্টি করেছে।

শ্রী মোদী বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অপমানের জন্য তাদের প্রশাসন দায়ী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন যে, এটি সমানভাবে দুর্ভাগ্যজনক যে সাঁওতাল সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতটা অবহেলা করছে।

রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে বলে জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, এই পদের পবিত্রতা সর্বদা সম্মান করা উচিত। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আরও ভালো বোধ বিরাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লিখেছেন;

"এটা লজ্জাজনক এবং

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

হঠাৎ কেন রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা? মুখ খুললেন সিভি আনন্দ বোস

আগমনকালে চমকে দিয়েছিলেন সকলকে। একই ভাবে প্রস্থানেও চমক রইল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে? এর পিছনে কি কোনও রকম চাপ ছিল? সেই নিয়ে কাটাছেঁড়ার মধ্যেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন তিনি। নিজের সিদ্ধান্তের কারণ জানালেন।তবে যেভাবে আচমকা রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দেন বোস, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে মমতাও। জানান, বোসকে কেন সরানো হল, তার আসল কারণ জানেন তিনি। ভয় দেখিয়ে সরানো হয়েছে বোসকে। রাজভবনটা বিজেপি-র পার্টি অফিসে পরিণত হবে, সেখান থেকে টাকা বিলি হবে। অনেকেই এটা চান না। দিল্লির বিজেপি নেতারা নীতি-নিয়ম কিছু মানেন না বলেও অভিযোগ তোলেন। এমনকি নবনিযুক্ত রাজ্যপাল, এন রবিকে বিজেপি-র ক্যাডার বলেও উল্লেখ করেন। তামিলনাড়ুতে প্রতিপদে এমকে স্ট্যালিন সরকারের কাজে বাধা দিতেন তিনি, এখন ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে পরিকল্পনামাফিকই আনা হচ্ছে বলে দাবি করেন মমতা।রবিবার দিল্লি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল বোস। সেখানে পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে বলেন, "প্রবেশ ঘটলে প্রস্থান অনিবার্য। রাজ্যপাল হিসেবে ১২০০ দিন কাটিয়েছি। ক্রিকেটের হিসেবে ১২টি সেঞ্চুরি। সেটা যথেষ্ট। থামারও সময় আছে। আমার মনে হয়েছে, এটাই প্রস্থানের সঠিক সময়।" (West Bengal Governor) রাজনৈতিক চাপেই বোসকে রাজ্যপালের পদ ছাড়তে হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে গিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেই নিয়ে প্রশ্ন করলে মমতার অভিযোগ নিয়ে কিছু বলতে চাননি বোস। শুধু বলেন, "শুনলাম। কোনও অ্যাকশনও নেই, রিঅ্যাকশনও নেই।" তবে দিল্লি গিয়ে নয়, কলকাতায় বসেই রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বোস। তিনি বলেন, "দিল্লি নয়, এখান থেকেই পদত্যাগ করেছি। কলকাতায় বসেই পদত্যাগ করি আমি।"

কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে কেন পদত্যাগ করলেন তিনি? বোস বলেন, "খেলায় একটা নিয়ম আছে যে, খেলা কখন শেষ করতে হবে, তা জানা জরুরি। নতুন রাজ্যপালের প্রবেশের অর্থ, পুরনো গভর্নরের প্রস্থান। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পদত্যাগ করেছি।" তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত রয়েছে বোসের। তাহলে তিনি কি ভোট দিতে আসবেন? বোস বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গের গর্বিত ভোটার। ভোটার তালিকায় নাম আছে আমার। আমি অবশ্যই ভোট দিতে আসব।" তাঁর আগামী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে বোস বলেন, "ভেবেচিন্তেই আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপাতত কারণ গোপন থাক। সঠিক সময় এলে জানা যাবে।"

উপরাষ্ট্রপতি হতে ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ ছাড়েন জগদীপ ধনকড়। সেই সময় অন্তর্বর্তী দায়িত্ব গ্রহণ করেন লা গণেশন। শেষ পর্যন্ত বোসকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়। আদতে কেরলের বাসিন্দা হলেও, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি নিজের আকর্ষণ গোপন করেননি তিনি। বাংলা ভাষা শিখতে সরস্বতী পুজোয় হাতেখড়িও হয় তাঁর। গোড়ার দিকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর বেশ দহরম মহরমই ছিল। কিন্তু যত সময় এগোয়, দ্বন্দ্ব বাড়তে শুরু করে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

তোরা তো এখনও দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাইনে।' ওরা পাবে কি? ওরা তো দেখে শুনে এখন গ্যাঁট হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশি। যদি শুদ্ধ মন হয়, কেন ধ্যানধারণা হবে না? কেন দর্শন হবে না? জপ করতে বসলুম তো আপনা হতেই ভিতর থেকে গরগর করে নাম উঠতে থাকবে, চেষ্টা করে নয়। জপধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দ

(৩ পাতার পর)

ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে SIR নিয়ে মোদিকে তুলোধোনা মমতার

সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি!" প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে আচমকাই পদত্যাগ করেছেন সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত, তা এখনও অজানা। তবে মমতার দাবি, নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। এদিন মমতা বলেন, "বিজেপি বিচ্ছিরি প্রচার করছে। ওরা চিরকালই নেগেটিভ। বাঙালিদের থেকেও অনেকে অনেক বেশি দুর্গাপুজো করে। ওরা তাঁদের কাছে গিয়ে বলছে আমি নাকি এই রাজ্যে সব মুসলমান ঢুকিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন কি আমি জন্মেছিলাম? আসলে ওরা সাইক্রিয়াটিক রোগী।" এরপরই এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। বলেন, "এসআইআর করে নাম কেটে দিচ্ছে। ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন। আসলে ওরা মহিলাদের পছন্দ করে না। বেছে বেছে তাই মহিলাদের নাম কাটছে। আমার বাড়ির একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, নাম-ঠিকানা বদলেছে, ওর নাম কেটে দিয়েছে। মাথায় রাখবেন, মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না। কীসের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কালীকল্পনার কিছু ইঙ্গিত (করালী, মনোজবা, সুলোহিতা) আছে। সে যাই হোক না কেন, কালীর এই অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখে কোনও মূর্তিরূপ নেই। তবে লোলজিহ্ব, করাল, রক্তবর্ণ কালীরূপকল্পনা অগ্নির জিহ্বায় আছে বটে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফরে মানা হয়নি শিষ্টাচার! কেন্দ্র-রাজ্য 'মহাযুদ্ধ'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠেছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে 'অপমান' করার অভিযোগ। ভোটমুখী বাংলায় রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানস্থল নিয়ে শুরু হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। যার জল গড়িয়েছে বহুদূর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফরে মানা হয়নি শিষ্টাচার। এই অভিযোগই উথেছিল।প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানস্থল বদলের ঘটনায় বাংলায় এসে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। অভিযোগ অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি দেয়নি রাজ্য। বারবার জায়গা বদল হয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও অনুমতি দেয়নি। পরে তিনি নিজেই চলে যান বিধাননগরে, যেখানে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দ্রৌ মুর্মু বলেন, "সাধারণত রাষ্ট্রপতি এলে মুখ্যমন্ত্রীরও আসা উচিত। মন্ত্রীর থাকা উচিত। মমতা আমার ছোট বোনের মতো। জানি না, হয়তো কোনও কারণে আমার উপর রাগ করেছেন।" জায়গা নিয়ে তিনি বলেন, "প্রশাসনের মনে কী চলছিল জানি না। আমি তো সহজে চলে এলাম। ওরা বলেছিল পর্যাপ্ত জায়গা (অনুষ্ঠান করার) নেই। এখানে এত বড় জায়গা আছে। তা-ও কেন হল না, জানি না। এখানে হলে আরও অনেক মানুষ আসতে পারতেন।"সেই বিষয় নিয়ে ফের একবার সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার দিল্লিতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে তোপ দেগে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার কেবল দেশের রাষ্ট্রপতিকেই অপমান করেনি পাশাপাশি দেশের সংবিধানকেও অপমান করেছে। তার পরেই প্রধানমন্ত্রী তোপ দেগে বলেন, রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার জন্য রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে কখনও ক্ষমা করবে না।

বাংলার শাসকদলকে নিশানা করে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এক জন মহিলা তথা আদিবাসী তথা দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিচক্ষণ মানুষজন কখনও তৃণমূলকে ক্ষমা করবেন না। দেশও কখনও তাদের ক্ষমা করবে না।" সেই সঙ্গেই বাংলার শাসক দলের 'ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের' প্রতিবাদে বঙ্গের মানুষকে সরব হওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী। এখনেই শেষ নয় এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমেও প্রতিবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি লেখেন রাষ্ট্রপতির ক্ষোভ গোটা দেশের মানুষকে দুঃখ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঘটনার কথা তুলে ধরে লিখেছেন, " এটা লজ্জাজনক এবং নজিরবিহীন। গণতন্ত্র এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী সকলেই হতাশ" তিনি আরও বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসা রাষ্ট্রপতির বেদনা নাগরিকদের মনে গভীর দুঃখ দিয়েছে। পরিস্থিতির জন্য রাজ্য প্রশাসনকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, তৃণমূল সরকার "সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে" এবং ঘটনাটিকে রাষ্ট্রপতির অপমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিষয়টি যেভাবে পরিচালনা করা হয়েছে তারও সমালোচনা করেছেন। বলেছেন যে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কখনই হালকাভাবে দেখা উচিত নয়। সাংবিধানিক মর্যাদার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে মোদি রও বলেন যে রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির উর্ধ্বে এবং সর্বদা সম্মানিত হওয়া উচিত।

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

চলেন যুদ্ধে যাই', তারেক রহমানের আচমকা ঘোষণায় শোরগোল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এই অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে নানা দেশ এই আবহে সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে দিন শুরু করেছেন তাতে রীতিমত শোরগোল পরে গিয়েছে। খালেদা পুত্র রবিবার গুলশানের বাসভবন থেকে সচিবালয়ের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় উপস্থিত ব্যক্তিগত আধিকারিক ও নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি হাসিমুখে বলেন, 'চলেন যুদ্ধে যাই।' তাঁর এই মন্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা।অতিরিক্ত প্রেস সচিব জানিয়েছেন এদিন তারেক রহমান সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে পৌঁছান। তাঁর বেশ কয়েকটি বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সঙ্গেও একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তারেকের অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেছেন রবিবার সকালে গুলশানের নিজের বাসভবন থেকে সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে বের হন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও নিরাপত্তারক্ষীরা। বাড়ির দরজা খুলে বের হওয়ার সময় উপস্থিত সকলের সামনে হাসিমুখে তারেক বলেন, 'চলেন যুদ্ধে যাই।' তারেকের এই কথা শুনে সকলেই কিছুটা হতবাক হয়ে যান বলেই জানিয়েছেন আতিকুর রহমান। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধের কথা মাথায় এসেছিল। তারপরেই সবাই বুঝতে পারেন, দেশ পরিচালনার দায়িত্বকে রূপক অর্থে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেই এ কথা বলেছেন তারেক রহমান। বর্তমানে যা পরিস্থিতি সেখানে যুদ্ধের নাম শুনলে সকলের অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

(৫ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফরে মানা হয়নি শিষ্টাচার! কেন্দ্র-রাজ্য 'মহাযুদ্ধ'

যদিও রাষ্ট্রপতির 'অপমান'-বিতর্কে আয়োজক সংস্থাকেই দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, "আয়োজক সংস্থার খামতি। অথচ দোষারোপ করা হচ্ছে আমাদের। রাষ্ট্রপতির প্রোগ্রাম (কর্মসূচি) আমরা আয়োজন করিনি। রাজ্য সরকার চিঠি দিয়ে বলেছিল এই সংগঠনের এই কর্মসূচি আয়োজন করার ক্ষমতা নেই। তার পরেও রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আসার। এটা তাঁর ব্যাপার।" এখনেই শেষ নয় মুখ্যমন্ত্রী এটাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, শনিবার রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিটি যে জায়গায় হয়, সেটি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এয়ারপোর্ট অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া)-এর অধীনে।

(৩ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির অপমান এবং সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রতি অসম্মানের নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নজিরবিহীন। গণতন্ত্র এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী সকলেই হতাশ।

রাষ্ট্রপতি জী, যিনি নিজেও একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তান, যে বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন, তা ভারতের জনগণের মনে প্রচণ্ড দুঃখের সঞ্চার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সত্যিই সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অপমানের জন্য তাদের প্রশাসন দায়ী।

এটাও সমানভাবে দুর্ভাগ্যজনক যে সাঁওতাল সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতটা অবহেলা করে।

রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে এবং এই পদের পবিত্রতা সর্বদা সম্মান করা উচিত। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে উন্নত বিবেক বিরাজ করবে।"

কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থান নজিরবিহীন গতিতে এগোচ্ছে এবং নতুন বিমানবন্দর আর্থিক ও শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির বাহক হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক আজমের সফর, হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ২১,০০০-এরও বেশি তরুণের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোটা বিমানবন্দর নির্মাণের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই নতুন বিমানবন্দরটি আগামীদিনে গোটা এলাকার উন্নয়নে এক নতুন গতি আনবে। প্রধানমন্ত্রী কোটাকে শিক্ষা এবং শক্তি, উভয় ক্ষেত্রে এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন। এখানে পরমাণু কয়লা, গ্যাস এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটনস্থল হিসেবে এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি এখানকার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিমান পথে যোগাযোগ চালু হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা এখানে ছুটে আসবেন এবং এর ফলে এখানকার তরুণ, ব্যবসায়ীরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-তে দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭০, যা এখন ১৬০ ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্থানে দ্রুত উন্নয়নে ডবল ইঞ্জিন সরকারের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

সিনেমার খবর

৪০ বছর পর একসঙ্গে শুটিং সেটে অমিতাভ-কমল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তিন যুগেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে হয়তো বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে দুইজনের। কিন্তু সিনেমার শুটিং সেটে তাদের সাক্ষাৎ হলো এতগুলো বছর পর।

এনডিটিভি বলেছে, বলিউড 'শাহেনশাহ' অমিতাভ বচ্চন আর দক্ষিণী তারকা কমল হাসানের সম্প্রতি সাক্ষাৎ ঘটে 'কল্কি ২' সিনেমার শুটিং সেটে। আর সেই সাক্ষাতের দুইটি ছবি নিজের ব্লগ সাইটে পোস্ট করেছেন 'বিগ বি' আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই তারকার ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় আলোড়ন।

হায়দ্রাবাদে 'কল্কি ২৮২৯ এডি'র সিক্যুয়াল 'কল্কি ২'র এর শুটিং করছেন এই তারকা। ব্লগে অমিতাভ শুটিং এবং সেখানে জড়ো হওয়া জনতার কয়েকটি ছবিও দিয়েছেন।

অভিনেতা কমল হাসানের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানিয়ে লিখেছেন- অসাধারণ কমল হাসানের সঙ্গে দেখা হল...বুড়ো বয়সে আবার আমরা একসাথে কাজ করব...'গ্রেফতার'র পর। দুটি ছবির একটিতে দুই তারকাকে হাসিমুখে কথা বলতে দেখা গেছে। অন্য ছবিটি একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরার।

নতুন সিনেমা নিয়ে অমিতাভ লিখেছেন- কল্কি ২ এর কাজ শুরু

হয়েছে... এবং রোববারের প্রত্যাশিত উপস্থিত (জনতার) ভালোবাসা এবং স্নেহ সবসময়ই থাকবে... আশা করি সামনের রোববারেও থাকবে... আমার ভালোবাসা।

পোস্ট করা আরো কিছু ছবিতে অমিতাভকে ভারি প্রস্থেটিক মেইকআপে দেখা গেছে। সিক্যুয়ালের প্রথম পর্বেও ছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসান। তবে পর্দায় কমলের উপস্থিতি ছিল কম। 'কল্কি ২' তেও ছোট একটি ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে।

দুই তারকাকে একসাথে প্রথম দেখা গেছে 'গিরাফতার' সিনেমায়। ১৯৮৫ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির পরিচালক ছিলেন প্রয়াগ রাজ। পৌরাণিক বিজ্ঞান কল্পকাহিনীভিত্তিক সিনেমা 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' মুক্তি পায় ২০২৪ সালে । চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি এটি পরিচালনা করেন নাগ অশ্বিন।

বৈজয়ন্তী মুভিজ প্রযোজিত এই সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসানের সঙ্গে প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন এবং দিশা পাটানি অভিনয় করেন। বাড়তি কর্মঘণ্টা এবং পারিশ্রমিক নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় দীপিকা পাড়ুকোন এবার সিক্যুয়েলে থাকছেন না। প্রথম ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে এক হাজার কোটি রুপি আয় করেছিল।

রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে এবার মুখ খুললেন অপরাজিতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য রাজনীতির ময়দানে নামছেন—এমন গুঞ্জন সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল। যদিও বর্তমানে তার সতীর্থ রচনা ব্যানার্জি, লাভলী মৈত্র থেকে শুরু করে রুপালি পর্দার দাপুটে অভিনেত্রীরা রাজনীতির আঙিনায় সফল। তবে কি মমতার স্নেহধন্যা অভিনেত্রী এবার রাজনীতির ময়দানে বিচরণ করতে চলেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানালেন তার সেই মনের কথা।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, স্টুডিওপাড়ায় ততই চড়ছে রাজনীতির পারদ। জল্পনা শাসক দলের 'পছন্দের' তালিকায় এবার ঠাঁই হতে পারে টালিপাড়ার একঝাঁক তারকার। ইমন চক্রবর্তী থেকে সৌমিতৃষা কুণ্ডু, তিয়াসা লেপচাসহ অনেকের নামই ভেসে বেড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। এর মাঝেই আলোচনার কেন্দ্র অপরাজিতা আঢ্য।

সদ্য নিজের জন্মদিন পালন করেছেন অভিনেত্রী। তার জন্মদিনে চিঠি পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই কটাক্ষে বিদ্ধ হন অভিনেত্রী। কেউ কেউ বলেন, 'এবার বিধানসভার টিকিট পাকা'। কিন্তু সেই জল্পনায় পানি ঢেলে দিলেন পর্দার 'লক্ষ্মী কাকিমা'।

সহকর্মীদের পথে না হাঁটার সিদ্ধান্তে অনড় অপরাজিতা আঢ্য। তিনি মনে করেন, যাদের ওই বিষয়ের ওপর দখল আছে, তারাই কেবল সফল হতে পারেন। অপরাজিতার এই সাফ কথা নেটপাড়ায় বেশ চর্চার সৃষ্টি করেছে। অনেকেই তার এই সোজাসাপ্টা স্বীকারোক্তির প্রশংসা করেছেন।

তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই অপরাজিতা পরিচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও কেন সরাসরি রাজনীতিতে নামতে নারাজ তিনি? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীর বিনয়ী উত্তর—রাজনীতিতে আসতে গেলে যে পড়াশোনার দরকার, তা আমার নেই। আর ওটা আমার প্যাশনও নয়।

তিনি বলেন, নেত্রী নন, থাকতে চান অভিনেত্রী হিসেবেই। নাচ, গান কিংবা অভিনয়টাই তিনি ভালো বোঝেন। তাই অজানা ক্ষেত্রে পা দিয়ে তিনি নিজেকে হাসির খোরাক করতে চান না। অপরাজিতা বলেন, রাজনীতি তার বিষয় নয়, আর ভোটের ময়দানে নামার মতো 'যোগ্যতা'ও তার নেই। রাজনীতিতে না নামলেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধা আজও অটুট। অপরাজিতা জানিয়েছেন, দল বা রাজনীতির ঊর্ধ্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তার ভালোবাসা ব্যক্তিগত। তবে সেই ভালোবাসাকে ভোটের বাক্সে টেনে নিতে তিনি আপাতত প্রস্তুত নন।

২৭ বছরের পথচলায় কাজল চাইলেন মেডেল ও ট্রফি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি অভিনেতা অজয় দেবগন ও অভিনেত্রী কাজল। এ তারকা জুটির মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ছিল বিবাহবার্ষিকী। ১৯৯৯ সালের এই দিনে তারা বিয়ে করেছিলেন। বিশেষ দিনে তাদের একটি আদুরে ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। ২৭ বছরের বিবাহিত জীবন নিয়ে কাজল মজার ক্যাপশন লিখেছেন—'এক বিরল মুহূর্তে আমরা দুজনেই একমত হয়েছি যে, আমাদের দুজনেরই একটি মেডেল আর একটি ট্রফি প্রাপ্য!'

২৭ বছরের দাম্পত্য পথচলাকে এমন মজার ছলে স্বীকৃতি দিয়েছেন কাজল। কথার সেই 'মেডেল আর ট্রফি'—হয়তো প্রতীকী; কিন্তু ভক্তদের চোখে এ জুটির অর্জন তার চেয়েও অনেক বড়।

১৯৯৫ সালে 'হালচাল' সিনেমার সেটে প্রথম দেখা হওয়ার পর, তাদের দীর্ঘ

দাম্পত্য জীবনে নাইসা ও যুগ নামে দুই সন্তান এসেছে। ২৭ বছরের দাম্পত্যে মতভেদ, ব্যস্ততা, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ—সবই ছিল। তবু তাদের রসিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বই যেন সম্পর্কটিকে টিকিয়ে রেখেছে সময়ের পরিক্রমায়।

১৯৯৫ সালে 'হালচাল' সিনেমার শুটিং সেটে প্রথম দেখা অজয় দেবগন ও কাজলের। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব, প্রেম এবং শেষে পরিণয়। ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘর বাঁধেন তারা। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সমানতালে সামলে চলেছেন এ তারকা দম্পতি।

ক্যারিয়ারের দিক থেকেও দুজনই ব্যস্ত। অজয় দেবগনকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'দে দে পেয়ার দে ২' সিনেমায়। সামনে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'ধামাল ৪', যা পরিচালনা করেছেন ইন্দ্র কুমার। এ সিনেমায় আরও রয়েছেন রিতেশ দেশমুখ, আরশাদ ওয়ারসি ও জাভেদ জাফরিসহ আরও অনেকে।

অন্যদিকে কাজলকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'সারজমিন' সিনেমায়। এর আগে 'মা' সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে অভিনেত্রীর শেয়ার করা ছবিতে দেখা গেছে, সবুজাভ পটভূমির সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। অজয় দেবগন গাঢ় কালো স্যুট, সাদা শার্ট ও চশমায় চিরচেনা সংযত লুকে; আর কাজল গাঢ় মেরুন শাড়িতে, গলায় চোকার হার ও পরিপাটি পনিটেইল চুলে অনায়াসে উজ্জ্বল। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাদের উষ্ণ হাসি যেন ২৭ বছরের বন্ধনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ১০০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। একই সঙ্গে একটি রেকর্ড গড়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে তিনবার শিরোপার জেতার নজির গড়ল ভারত।

এছাড়া দুবার করে শিরোপা জিতেছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়েছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া।

ফাইনালে পাহাড়সম রানের

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটাই ভালো হয়নি নিউজিল্যান্ডের। পাওয়ার প্লের ৬ ওভার শেষ হতেই সাজঘরের পথ ধরেন তিনজন ব্যাটার। খানিক পরে আউট হন আর একজন। আউট হওয়ার আগে ফিন অ্যালেন ৯, রাচিন রবীন্দ্র ১, গ্লেন ফিলিপস ৫ এবং মার্ক চ্যাপম্যান ৩ রান করেন।

নিয়মিত উইকেট পতনের পরও আপনতালে খেলে যান ওপেনার টিম সেইফার্ট। মাত্র ২৬ বলে ৫২ রান করে আউট হন তিনি। তার এই অনবদ্য ইনিংসটি দুটি চার ও পাঁচটি ছয়ে সাজানো। এছাড়া ড্যারেল মিচেল আউট হওয়ার আগে করেন ১৭ রান।

এরপর দলনেতা মিচেল স্যান্টনার ছাড়া সুবিধা করতে পারেননি কেউই। ৩৫ বলে ৪৩ রানের ইনিংসটি খেলেন তিনি। এছাড়া জেমস নিশাম ৮, ম্যাট হেনরি শূন্য, লকি ফার্গুসন ২ ও জ্যাকব ডাফি ১ রান করেন।

এর আগে এর আগে আহমেদাবাদে টস জিতে ভারতকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান কিউই অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ব্যাট করতে নেমে প্রথম দুই ওভার দেখে-শুনেই খেলেন ভারতের দুই ওপেনার। এরপর কিউই বোলারদের ওপর চড়াও হতে থাকেন তারা। একের পর এক চার-ছক্কায় প্রথম ছয় ওভারে বিনা উইকেটে ৯২ রান পেয়ে যায় ভারত।

মাত্র ১৮ বলেই ফিফটি তুলে নেন অভিষেক শর্মা। এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি তিনি। ২১ বলে ৫১ রান করে আউট হন তিনি।

দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন ইশান কিষাণ। এবার তাকে নিয়েই ব্যাট হাতে ক্রিজে তাণ্ডব চালাতে থাকেন স্যামসন। ফিফটি পূরণের পর ছিলেন সেঞ্চুরি পথেই। কিন্তু আগের দুই ম্যাচের মতো এবারও শতকের দেখা পেলেন না তিনি। আউট হয়েছেন ৮৯ রানে। মাত্র ৪৬ বলে খেলা তার এই ইনিংসটি পাঁচটি চার ও আটটি ছয়ে সাজানো।

এদিকে ফিফটির দেখা পেয়েছেন ইশান কিষাণও। চারটি করে চার ও ছক্কায় মাত্র ২৫ বলে ৫৪ রান করে আউট হন তিনি। তবে সুবিধা করতে পারেননি দলনেতা সূর্যকুমার যাদব। প্রথম বলেই কোনো রান না করে সাজঘরের পথ ধরেন তিনি। ১৩ বলে ১৮ রান করে ফেরেন হার্দিক পান্ডিয়া।

শেষদিকে ঝড়ো ব্যাটিং করেন শিবম দুবে। মাত্র ৮ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন এই বাঁহাতি পেসার। আর ৬ বলে ৮ রানে অপরাজিত থাকেন তিলক ভার্মা।

নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার জেমস নিশাম। সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন তিনি। ম্যাট হেনরি ও রাচিন রবীন্দ্র একটি করে উইকেট নেন।

চোটের ধাক্কা এসি মিলানে, রুবেনের ফিরতে লাগবে ৮ সপ্তাহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝমাঠে বড় একটা আঘাত পেয়েছে এসি মিলান। চোয়ালে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে রুবেন লফটাস-চিকের।

এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের মুখে অস্ত্রোপচারের খবরটি নিশ্চিত করেছে এসি মিলান। সুস্থ হয়ে তার মাঠে ফিরতে সময় লাগবে আট সপ্তাহের মতো। তার অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে এসি মিলান।

সেরি আয় পার্মার বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের ম্যাচে গুরুতর চোট পান লফটাস-চিক। প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক এদুয়ার্দো কর্ভির সঙ্গে ধাক্কা লেগে আঘাত পান তিনি। মাঠে কিছুক্ষণ চিকিৎসা দেওয়ার পর, দশম মিনিটে তাকে স্ট্রেচারে মাঠের বাইরে নেওয়া হয়। এরপর নেওয়া হয় হাসপাতালে।

চলতি মৌসুমে সেরি আয় ২৩টি এবং সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মিলানের হয়ে মোট ২৭টি ম্যাচ খেলেছেন লফটাস-চিক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR